দৈনিক
ইত্তেফাক

17 APR 2017

খুলনার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এমপিওভুক্ত হয়নি এক যুগেও

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

অবকাঠামোর অবস্থা খুবই করুণ, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত নয়, তারপরও এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। অথচ খুলনার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এক যুগেও এমপিওভুক্ত হয়নি।

২০০৪ সালের ১৬ এপ্রিল যাত্রা শুরু করা কলেজটিকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ নগরীর বয়রা আবাসিক এলাকার ডি ব্লকে তিন একর জমি বরাদ্দ দেয়। পরবর্তীতে খুলনা জেলা পরিষদ ওই জমিতে ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে। ২০০৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যশোর শিক্ষাবোর্ড কলেজটিকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ওই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম অংশগ্রহণ করেই ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। এরপর থেকে কলেজে ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি এবং পরীক্ষার ফলাফলেও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে সুনাম। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এমপিওভুক্তির কোনো সম্ভাবনা না দেখা দেয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রীদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। ছাত্রী সংখ্যাও আগের মত বাড়ছে না।

আবুল কালাম আজাদ নামে এক ছাত্রীর অভিভাবক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'খুলনা গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের পার্শ্ববর্তী শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নৌ-বাহিনী কলেজেরও আগে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। অল্প সময়ে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানে যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে তার সামান্য ছোঁয়াও লাগেনি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে। কর্তা ব্যক্তিরা যদি এ প্রতিষ্ঠানটির দিকে নজর দিতেন তাহলে এ কলেজটির এমন দশা থাকতো না।'

কলেজের অধ্যক্ষ সালমা ইয়াসমিন জানান, কলেজটিতে বর্তমানে ৬ জন মহিলা শিক্ষক এবং কর্মচারীসহ মোট ২০জন কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একজনেরও বেতন হয়নি। যা অমানবিক। তিনি বলেন, বিষয়টি স্থানীয় সংসদ সদস্যকে অবহিত করা হয়েছে। তিনিও কলেজটি যাতে এমপিওভুক্ত করা যায় সে বিষয় চেষ্টা করছেন।

কলেজ পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি খসরুল আলম বলেন, এমপিওভুক্তির বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনিও এ বিষয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে কলেজের উন্নয়নে বিভিন্ন সময় যে বরাদ্দ দেয়া হয় সেক্ষেত্রে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার; তাই বিএনপি আমলে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও এর উন্নয়নে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। কলেজটি যাতে অতিসত্বর এমপিওভুক্ত হয় সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................

প্রধান, পরিসংখ্যান বিভাগ	
প্রধান, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর